২৭-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা বাড়িতে বসে ওয়ান্ডারফুল রুহানী যাত্রা করছ, তোমাদের হল বুদ্ধির যাত্রা, কর্ম করতে করতে এই যাত্রায় এগিয়ে চলো তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে"

প্রশ্ন:- এই জ্ঞান মার্গে রহস্য ভরা (জটিল) এবং অতি সূক্ষ্ম কোন্ কথাটি তোমরা বাচ্চারা এখন শুনছ ?

উত্তর :- তোমরা জানো মেল অথবা ফিমেল আমরা হলাম সবাই একমাত্র শিব পরমাত্মার সজনী আত্মা। সজন একমাত্র পরমাত্মা। যদিও দৈহিক দৃষ্টিতে আমরা হলাম শিববাবার নাতি নাতনি। ওঁনার সম্পত্তিতে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমরা ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখের প্রপার্টি দাদুর কাছে প্রাপ্ত করি - এই হল সেই অতি জটিল কথা ।

গান :- আমাদের তীর্থ অনুপম .....

ওম্ শান্তি। দৈহিক যাত্রা ও রুহানী যাত্রার উপরে এই গীত তৈরি করেছে ভক্তিমার্গের ভক্তজন। যা অতীতে হয়ে গেছে সেসবের গায়ন করে। মানুষ মাত্রই সবাই দৈহিক যাত্রার কথা জানে। তারা দেখে জন্ম জন্মান্তর পরিক্রমা করে এসেছে। তাদের বুদ্ধিতে বদ্রিনাথ, শ্রীনাথ .... ইত্যাদির কথাই থাকে। বাচ্চারা তোমাদেরও এই দৈহিক যাত্রা ইত্যাদি স্মরণে ছিল এবং এখনও স্মরণে আছে। তোমরা জন্ম জন্মান্তর যাত্রা করেছ। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে রুহানী যাত্রার জ্ঞান আছে। মানুষের বুদ্ধিযোগ হল স্থূল দৈহিক যাত্রার দিকে। তোমাদের বুদ্ধিযোগ হল রুহানী যাত্রার দিকে। রাত-দিনের তফাৎ কিনা। এখন তোমরা রুহানী যাত্রার দিকে এগিয়ে চলেছ। এই ওয়ান্ডারফুল যাত্রা ঘরে বসে করছ। কেউ বুঝতে পারবে এই যাত্রা টি কি ? যখন চাকরি ব্যবসায় ব্যস্ত থাকো তখন এত স্মরণে থাকেনা। কিন্তু যখন বিচার সাগর মন্থন করতে বসবে তখন ভালোভাবে স্মরণে আসবে - আমরা যাত্রা করছি। নলেজ তো খুবই সহজ। বাচ্চারা বুঝতেও পারে বরাবর পতিত পাবন বাবা কি করেন ? পবিত্র হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই যাত্রা করতে হবে। ঐ হল মিষ্টি মধুর নির্বাণ ধাম, সব ভক্তরাই স্মরণ করে। এই কথা কারো জানা নেই যে ভগবানকে আমাদের কাছে আসতে হবে বা আমাদের ভগবানের কাছে যেতে হবে। ভাবে আমাদের গুরু অথবা আমাদের পূর্ব পিতৃজন নির্বাণ ধাম বা নিরাকারী বতনে গমন করেছেন। আচ্ছা তারপরে সেখানে কি করছেন ? গিয়ে কি বসে আছেন ? কি হয়েছে , কিছু জানা নেই। শুধু বলে দেয় পার নির্বাণের দিকে প্রস্থান করেছেন। জ্যোতি জ্যোতিপুঞ্জে মিশেছে। ঢেউ সাগরে মিশেছে। কিছুই জানা নেই যে এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরছে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এই রুহানী যাত্রা একবারই হয় - এই শেষ জন্মে। রুহানী যাত্রা অথবা আত্মাদের যাত্রা বলা যায়। প্রথমে তো বাচ্চাদের এই কথায় নিশ্চয় হয়েছে যে আমরা আত্মা। বলা হয় জীব আত্মা দুঃখ পায় এই সময় যখন আত্মা জীবের সঙ্গে আছে , এখন তারা সজনী তাই বাবাকে খুঁজে বেড়ায়। মেল অথবা ফিমেল সবাই সজনী। যদিও মেল বা পুরুষকে কে কি কেউ সজনী বলবে। কিন্তু এই হল খুবই গুহ্য জটিল বিষয় । তোমরা নিজেকে শিববাবার নাতি ভাব - যদিও দেহধারী আছো তো সেই হিসাবে নাতি নাতনি হলে ।

বাবা বুঝিয়েছেন তোমাদের দাদুর সম্পত্তিতে অধিকার আছে। কোনো পিতা যতই ধনবান হোক , বাচ্চা যদি অযোগ্য হয় তাহলে সম্পত্তি দান করবেনা , এমন হতে পারে। কিন্তু দাদুর সম্পত্তি পুরানো প্রথা অনুযায়ী রাজাদের বংশে চলে আসছে। সত্যযুগ ত্রেতায় তোমরা দাদুর সম্পত্তি ভোগ করবে। এখন তোমরা দাদুর কাছে সম্পত্তি প্রাপ্ত কর। দাদুর সম্পত্তি খুবই বিশিষ্ট। ২১ জন্ম তোমরা সদা সুখের সম্পত্তি প্রাপ্ত কর। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন দাদা (দাদু বা গ্র্যান্ড ফাদার) । বাবা বলা হবে ব্রহ্মাকে। বলা হয় এই সম্পত্তি আমরা দাদুর কাছে প্রাপ্ত করি। তোমরা যত পুরুষার্থ করবে ততই দাদুর কাছে সম্পত্তি প্রাপ্ত করবে। যেমন এই মাতা পিতা , জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা পুরুষার্থ করেন , তেমন ভাবেই আমরাও এই পুরুষার্থের দ্বারা এমন উঁচু পদের অধিকারী হই। দাদুর কাছে ফুল প্রপার্টি প্রাপ্ত করি, রাজত্ব প্রাপ্ত করি। তোমরা জানো ওই বাদশাহী কত সময় চলে। পয়েন্ট তো অথাহ রয়েছে। যদি এইরকম ভাবে তোমরা কাউকেও বোঝাও তো সহজে বুঝে যাবে। দুইজন পিতা তো অবশ্যই আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে পিতা তো সবাই বলে। গড ফাদারকে সবাই মানে। তিনি বড় তাই দাদু, ব্রহ্মা হলেন ওঁনার সন্তান । ব্রহ্মার নাম তো বিখ্যাত। বিষ্ণু বা শঙ্করকে প্রজাপিতা বলা হবেনা। সূক্ষ্ম বতনে তো আর রচনা করবেন না। ব্রহ্মা-ই নিশ্চয়ই এখানে ব্রাহ্মণ রচনা করেন। ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা পরম পিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচনা করেন। যেমন বলা হয় - ক্রাইস্ট খ্রিস্টান সম্প্রদায় রচনা করেছেন, ইব্রাহিম ইসলাম সম্প্রদায় রচনা করেছেন । নাম তো আছে তাইনা। শঙ্কারাচার্য্যও রচনা করেন। প্রত্যেকটি ঝাড়ে বা বৃক্ষে শাখা প্রশাখা তো হয়। এ হল বেহদের ঝাড়। যার রচয়িতা অথবা বীজরূপ তো বিখ্যাত, নামিগ্রামী। ফাউন্ডেশন উপরে স্থিত। বীজ রয়েছে উপরে । বাকি শাখা প্রশাখা এখন এখানেই বলা হবে। সেইসব মানুষের রচনা। এই ব্রহ্মাকুমারী সংস্থা বীজরূপ বাবা স্বয়ং রচনা করেছেন, যিনি বীজরূপ পরম পিতা পরমাত্মা উপরে বাস করেন। এমন নয় সম্পূর্ণ শাখা প্রশাখার বীজরূপ উপরে আছে। এইসব খুবই সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা। পরম পিতা পরমাত্মাকে সর্বদা উপরে উদ্দেশ্য করেই স্মরণ করা হয়। ক্রাইষ্ট কে উপরে স্মরণ করা হয়না। পরম পিতা পরমাত্মার নাম, রূপ, দেশ, কাল তো এক। সেসব কখনও পরিবর্তন হয়না। তো এইসব বাবা বসে ভালো রীতি বোঝাচ্ছেন।

তোমরা বাচ্চারা জানো - আমরা এখন পতিত থেকে পবিত্র হই। বাচ্চারা সর্বদা একরস থাকেনা। প্রথমে ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়, তারপর ১৪ কলা, পরে কলা কম হতে থাকে। সত্যযুগের পরে আমরা নীচের দিকে গমন করি। এইসময় আমরা একদম উপরে উঠে যাই। এইটি হল উপরে যাওয়ার পথ। ঐ হল নীচে আসার পথ , এই পথের মহিমা খুব বেশি। পতিত পাবন হলেন একজন। সবাই একের স্মরণে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে না জানার কারণে দেহধারীদের স্মরণ করে কারণ এই কথা ভুলেছে যে পতিত পাবন কে , নিশ্চয়ই একজন-কেই বলা হবে। তোমাদের ছাড়া কারো বুদ্ধিতে এই কথা আসবেনা। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। এখন তোমরা বোঝো আমরা দাদুর নাতি এবং বাবার ঘরে বসে আছি। এখানে দাদুও উপস্থিত আছেন। অবতার নিশ্চয়ই এখানে নেবে তাইনা। তোমরা বলবে এখানে আমাদের দাদু আমাদের পড়ান। তিনি পরম ধাম থেকে আসেন। তিনি হলেন রুহানী দাদু , অন্য সবার দৈহিক সম্পর্কে দাদু হয়। তাই দাদু বললে খুশীতে একেবারে উথলে ওঠা উচিত। যদিও রাজা ইত্যাদি খুব বিত্তবান হয় কিন্তু দাদু আমাদের কি দেন ? স্বর্গের বাদশাহী। এইসব কথা এখন তোমরা বুঝেছ। সত্যযুগে এইসব কথা ভুলে যাও। সেখানে এই লক্ষ্মী নারায়ণ ইত্যাদির এই কথা জ্ঞান থোড়াই থাকে জও স্বর্গের সুখ আমাদের কে প্রদান করেন ? যদি এই কথা বুঝতে পারে তবে এই কথাও জানবে যে এর আগে আমরা কি ছিলাম ? খুব ওয়ান্ডারফুল কথা।

লক্ষ্মী নারায়ণের এই কথা জানা থাকেনা যে এই রাজধানী কে প্রদান করেন। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউ জানেনা। তোমাদের দেবতাদের চেয়েও পদ মর্যাদা উঁচুতে , এখানে তোমরা দাদুর কাছে সম্পত্তি প্রাপ্ত কর।

তোমরা জানো বরাবর এই ব্রহ্মা হলেন পিতা, এনার দেহে দাদু অথবা গ্র্যান্ড ফাদার আসেন। না হলে পতিতদের পবিত্র করবেন কিভাবে । সব আত্মারা উপর থেকে নীচে আসে শরীর ধারণ করতে। ওঁনার নিজের শরীর নেই। এইসব কথা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। ওঁনাকে বলা হয় পরম আত্মা। এর মানে এই নয় যে পরমাত্মা বিশাল , আত্মা ক্ষুদ্র। পরমাত্মা এবং আত্মার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এমন নয় পরমাত্মা ছোট বড় হবে। বাবা বলেন আমি খুব সাধারণ ! আমার মহিমা হল বিশাল কারণ এসে সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করি। আমিও হলাম আত্মা। আমার মধ্যে যে নলেজ আছে সেসব তোমাদের প্রদান করি। এমন নয় আত্মা ছোট বড় হয়। আত্মায় নলেজ না থাকার জন্যে আত্মা আবর্জনাময় হয়ে যায়। নিস্তেজ হয়ে যায়। প্রদীপ নিভে যায়, তাতে যখন জ্ঞান ঘৃত ঢালা হয় তখন আবার জ্বলে ওঠে। বাকি আত্মা কি ? এমন নয় কোনো আগুন। আত্মা এমনিতেই শীতল হয় যেমন পরমাত্মা হলেন শীতল। তিনি সবাইকে শীতল করে দেন। গায়ন আছে শীতল যাঁহার অঙ্গ .... ব্রহ্মাবাবার অঙ্গ শীতল হয়ে যায় শিববাবা প্রবেশ করলে। যে দেহে প্রবেশ করেন সেই দেহধারী আত্মাকে শীতল করে দেন। তোমরা জানো বাবা হলেন কত খানি শীতল ! শীতল ও তপ্ত। তারা কাম চিতায় জ্বলে পুড়ে মরছে, সে কথা আর বলার নয়। কেউ এমন পাপাত্মা আছে যে যতই জ্ঞানের শীতল জল ছেটাও শীতল হয়না। কত পরিশ্রম করতে হয় এক একজনের উপর ! বাবা জিজ্ঞাসা করেন তোমরা শীতল হয়েছ ? সন্ন্যাসী , উদাসী এইরকম থোড়াই জিজ্ঞাসা করে। মামা-ই সবাইকে পতিতে পরিণত করেছে। কাম চিতায় পুড়তে থাকে।

তাহলে তোমরা বাচ্চারা জানো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান আমরা , শিববাবা হলেন দাদু তাই বর্সা প্রাপ্ত হওয়া উচিত তাইনা। একজন বাবা , একজন দাদা (দাদু) , ওঁদের সম্পত্তি অনেক বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয়। আর কোনো মানুষ প্রজাপিতা বলবেনা। শিববাবা হলেন আত্মাদের পিতা। যদিও এখন তোমরা সামনে বসে আছ তাই জানো - আমরা শিববাবার সঙ্গে বসে আছি। তিনি আমাদের দাদা যিনি স্বর্গের রচয়িতা, ওঁনার কাছে আমরা রাজ যোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করি। দাদুর কাছে স্বর্গের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় যার ফলে ২১ জন্ম আমরা কখনো কাঙাল হব না। তোমরা বিত্তবান হও। যে তোমরা পূজ্য দেবী দেবতা ছিলে তারাই পূজারী হয়েছে। তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে বর্সা নিয়ে ২১ জন্ম সুখ ভোগ করব। অনেক বার বর্সা নিয়েছ এবং হারিয়েছ। গত-পরশু নিয়েছিলে , গতকাল হারিয়েছ , আজ আবার নিচ্ছ। আগামীকাল আবার হারাবে। এইসব কথা তোমরা এখন জানো। এই সময় নলেজফুল, জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে এসে তোমরাও মাস্টার জ্ঞানের সাগর হও। নলেজ প্রাপ্ত কর। এমন নয় কোনও তেজস্বী আলোকরশ্মিতে পরিণত হও। এইসব হল প্রশংসা। যেমন কৃষ্ণের প্রশংসায় বলা হয় - কৃষ্ণের জন্ম হলে সম্পূর্ণ ঘর আলোয় ভরে যায়। এবারে সেসময় তো ছিলই স্বর্গ, দিন। আলো তো ছিলই। বাকি এমন নয় কোনও আলো প্রকাশিত হবে। এইসবই শুধুমাত্র মহিমা করার জন্যে বলা হয়। যদিও পরম পিতা পরমাত্মা হলেন পরম আত্মা , কিন্তু সম্পূর্ণ মহিমা ওঁনার কর্তব্য কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়। মহিমা তো অনেকেরই করা হয়। মানুষ বলে - অমুক ব্যক্তি মৃত্যুর পরে স্বর্গে গেছে, তবে কি স্বর্গ উপরে আছে ? দিলওয়ারা মন্দিরের ছাদে বৈকুন্ঠ দেখানো হয়েছে। নীচে আছেন আদি দেব, জগৎপিতা, জগৎ অম্বা। নিশ্চয়ই তারা নীচে নরকে বসে আছেন।

স্বর্গে যাওয়ার জন্যে রাজ যোগ শিখছেন। এইসব তোমরা বাচ্চারা জানো হুবহু এক্যুরেট স্মারক চিহ্ন রয়েছে। আমরাও এখানে বসে আছি। এইসব ওয়ান্ডারফুল কথা। বাচ্চারা এসে দাদুর আপন হয়েছে তো খুশীর পারদ ঊর্ধ্বে থাকা উচিত। আমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হই। পরিশ্রম ছাড়া কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারবেনা। ঐ পরিশ্রম হল স্থূল , এই হল সূক্ষ্ম। আত্মাকে পরিশ্রম করতে হয়। রুটি তৈরি করা, চাকরি ইত্যাদি করা ... এইসব আত্মা করে। এখন বাবা আত্মাদের এই রুহানী কার্যে যুক্ত করেন। তার সাথে দৈহিক কার্য ইত্যাদি করতে হবে। সন্তানকেও লালন পালন করতে হবে। এমন নয় বাবা আমি আপনার , সন্তান ইত্যাদি আপনাকে লালন পালন করতে হবে। সবাইকে বাবা লালন পালন করলে এত বড় বাড়ি পাওয়া যাবেনা। দিল্লির লালকেল্লা সমান একশত কিলা বা দূর্গ একত্র করা হলেও এতজন সন্তান কোথায় রাখা হবে। হতে পারেনা। সুতরাং এই বাড়িটা র কোনও শক্তি নেই। নিয়ম রয়েছে গৃহস্থে থেকে নিজের পুরুষার্থ করো। এত সব বাচ্চারা এখানে এলে চলবে কিভাবে ? তাই বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো। দাদুর কাছে অবিনাশী খাজানা প্রাপ্ত হয়। কত খুশীর কথা ! সময় বেশি নেই। গায়ন আছে রাম গেল , রাবণ গেল ... ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকার হবে যে এর পরে কি হওয়া সম্ভব। নিজের ঘরের কাছে পৌঁছালে সেই ঝাড় ইত্যাদি দৃশ্যমান হবে। তোমরাও কাছে পৌঁছে যাবে তখন বুঝতে পারবে এখন কি হবে। বাবা জ্ঞানও দিতে থাকবেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবা সম শীতল স্বরূপে জ্ঞানের জল ছিটিয়ে মনুষ্য আত্মাদের শীতল করার সেবা করতে হবে।

২) দাদুর সম্পত্তি স্মরণ করে অপার খুশীতে থাকতে হবে। রুহানী কর্ম করে বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে।

বরদান :- যিনি করাবার তিনি করাচ্ছেন - এই স্মৃতি দ্বারা নিমিত্ত হয়ে প্রতিটি কর্ম সম্পাদনকারী চিন্তামুক্ত বাদশাহ হও

ব্যাখা: তিনি চালাচ্ছেন, তিনি করাচ্ছেন - এই স্মৃতি দ্বারা নিমিত্ত হয়ে প্রতিটি কর্ম করতে থাকো তাহলেই চিন্তামুক্ত বাদশাহ হবে। "আমি করছি" - এই ভান এলে চিন্তা মুক্ত হয়ে থাকতে পারবেনা। কিন্তু বাবার দ্বারা নিমিত্ত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে - এই স্মৃতি চিন্তামুক্ত বা নিশ্চিন্ত জীবনের অনুভব করায় , কাল কি হবে সে চিন্তা নেই। তাদের এই নিশ্চয় থাকে যে যা কিছু হচ্ছে সেসব ভালোর জন্যে এবং যা হবে সেসব আরও ভালোই হবে, কারণ যিনি করাচ্ছেন তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ।

স্লোগান - নিজের শান্তি ও সুখের ভাইব্রেশন দ্বারা প্রত্যেককে সুখ শান্তির অনুভূতি করাও তখন বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী ।